

জরুরী প্রকাশের জন্য

যোগাযোগ: সাবিহা আকন্দ, আসিফ ফয়সাল
ফোন: +৮৮০১৭১৭৬৩৭৭৭২, +৮৮০১৭১৭৮৫৪৫৮৫
ইমেল: sabiha.akond@bracu.ac.bd,
asif.faisal@bracu.ac.bd

ব্র্যাক জেপিজেএসপিএইচ এবং বিএইচডব্লিউ কর্তৃক পরিচালিত কোভিড-১৯ বিষয়ক গবেষণা ফলাফল

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ এবং ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের বর্তমান পরিস্থিতি এবং জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রভাব নিয়ে যৌথভাবে ছয়টি পৃথক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছে। যে গবেষণাগুলোতে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ায় বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী, গার্মেন্টস কর্মী, ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যকর্মী ও হিজড়া জনগোষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যগত প্রভাব দেখা হয়েছে। গত ১৮.০৪.২০২০ তারিখে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই ফলাফল তুলে ধরা হয়।

বর্তমান পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত গবেষণায় হঠাৎ করে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন স্তরের মানুষের সংগ্রামের একটি উদ্বেগজনক চিত্র ফুটে উঠেছে। এদের মধ্যে রয়েছে করোনা রোগী ব্যবস্থাপনার সাথে যারা সরাসরি জড়িত অর্থাৎ ফ্রন্ট লাইন স্বাস্থ্যকর্মী তথা চিকিৎসক ও সেবিকা, গার্মেন্টস কর্মী এবং শহরে বসতিগুলোতে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠী।

স্বল্প সময়ে পরিচালিত কেস স্টাডিতে দেখা গেছে, ঢাকা শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও হিজড়া জনগোষ্ঠীদের মাঝে করোনা ভাইরাস নিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে উচ্চ মাত্রার ভয় ও আতংক বিরাজ করছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করোনার লক্ষণগুলো প্রায় অস্পষ্ট হওয়ায় এই জনগোষ্ঠীগুলোর প্রতি, সামাজিক বৈষম্য, হেয় প্রতিপন্ন, নজরদারি ও হয়রানি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আরেকটি গবেষণায় কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনার সাথে যারা যুক্ত রয়েছেন, এমন ৬০ জন ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যকর্মীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এতে ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যকর্মীরা জরুরী ভিত্তিতে মানসম্পন্ন পিপিইর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে তারা সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনার চাইতেও মানসম্পন্ন পিপিইর প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। সমীক্ষায় আরো উঠে এসেছে যে, তারা শুধু শারীরিকভাবেই পরিশ্রান্ত নন বরং তাদের মাধ্যমে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আক্রান্ত হওয়ার যে ঝুঁকি রয়েছে সেই ভয়েও তারা তীব্র মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছেন।

জেপিজেএসপিএস বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের উপার্জন, পুষ্টি, লিঙ্গ, মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদির উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব জানার জন্য একটি বহুস্তরীয় টেলিফোনিক জরিপ পরিচালনা করেছে। প্রথম ধাপে, এপ্রিল ৬-১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে, ১৩০৯ জন মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। মানসিক অবস্থা বিচারে দেখা গেছে যে, আংশিক উপার্জন (২৯ শতাংশ) কিংবা যাদের (১৩ শতাংশ) উপার্জনে করোনার কোন প্রভাব নেই তাদের তুলনায় একেবারেই যাদের উপার্জন নেই (৫৮ শতাংশ) পরিবারের মধ্যে অধিক মানসিক চাপ লক্ষ্য করা যায়।

একইভাবে ৩৭ ভাগ গৃহস্থালি হতে পাওয়া তথ্যানুযায়ী খোঁষায়, চলমান এই সময় তারা প্রধানত ভাত, ডাল, এবং আলু খেয়ে জীবনধারণ করে। পুষ্টিগত দিক বিচারে বাধ্যহয়ে যারা এইরকম বৈচিত্র্যহীন খাবার খেয়ে বেঁচে আছে তাদের মাঝে অধিক মানসিক চাপ লক্ষ করা গেছে।

অন্য একটি সমীক্ষায় কোভিড-১৯ সম্পর্কিত জনসচেতনতা এবং জ্ঞানের সার্বিক অবস্থার এক ভয়ানক চিত্র উঠে এসেছে। গ্রামে বসবাসকারী এবং নারী তথ্যদাতারা মূলত শহর এবং পুরুষ তথ্যদাতাদের তুলনায় করোনা ভাইরাস কিভাবে ছড়ায় তার মাধ্যমগুলো সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত কম জানে বলে দেখা যায়। তবে, কেবলমাত্র ৩৮ ভাগ তথ্যদাতা একজন আরেকজন থেকে ৩ ফুট দূরত্ব মেনে চলার কথা উল্লেখ করেছেন। ভাইরাসের কারণে সামাজিকভাবে যে হয় প্রতিপন্ন হওয়া এবং মৃত্যুভয় রয়েছে তার একটি সুদূরপ্রসারী ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়।

এই ছয়টি গবেষণা মূলত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা সামনে নিয়ে আসে যেগুলো বাস্তবায়িত হলে ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যসেবাপ্রদানকারী, নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য প্রান্তিক মানুষজনের উপর এই মহামারীর প্রভাব কমাতে সাহায্য করবে।

এগুলো হচ্ছে, ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যসেবাপ্রদানকারী যারা মূলত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত তাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সঠিক এবং মানসম্মত পিপিই সরবরাহ করা,

ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যসেবাপ্রদানকারীদের দুর্শ্চিন্তা কমানোর জন্য তাদের কর্মক্ষেত্রের কাছাকাছি বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া, এবং চায়নার উহানে অনুসরণকৃত ৭/১৪ মডেল (৭ দিন দায়িত্ব পালনের পর ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইন পালন) অনুসারে আমাদের ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের পর্যায়ক্রমিক দায়িত্ব বন্টন এবং তাদের বাধ্যতামূলক ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ।

নিম্ন আয়ের লোকদের খাবার ও আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করা এবং ভুল তথ্য, গুজব ও সামাজিক নিন্দামূলক বিষয়গুলো উল্লেখ করে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণার আরও সুযোগ রয়েছে। এই জাতীয় প্রচারণাগুলো আরো কার্যকরী করার জন্য নির্দিষ্ট গোষ্ঠী ভিত্তিক সহজবোধ্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম চালাতে হবে।